এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার এবং কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা সম্মেলন

Asia Pacific Right to Food and Agrifood System Conference (APRAC)

খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি

পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার একটি সর্বজনীন মানবাধিকার ও আইনগত অধিকার। ২০০৪ সালে, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) মানবাধিকার ভিত্তিক ঐচ্ছিক নির্দেশিকা 'খাদ্য অধিকার নির্দেশিকা' গৃহীত হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICESCR) দ্বারা 'খাদ্য অধিকার' স্বীকৃত। অধিকন্তু, এটি ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টি থেকে মুক্ত ও মর্যাদায় বসবাসের জন্য সকল মানুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করে (FAO, 2005)। এটি যথাযথ জবাবদিহিতা, বাস্তবায়নের সাথে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ, সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার উপর জোর দেয়। রাষ্ট্রসমূহ ২০০৯ সালে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জনের জন্য আহ্বান জানায়। এটি লক্ষণীয় যে, নেপাল এবং ভারতের মতো দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ সংবিধানে খাদ্যের অধিকার স্বীকৃতির পাশাপাশি পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারে আইনী কাঠামো গ্রহণ করেছে। লক্ষণীয় যে, বিশ্বব্যাপী অতিমারি COVID-19, ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং বিদ্যমান সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং অসমতা পুরো ক্ষুধা সংকট ও দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে আরও তীব্র করেছে। প্রকৃতপক্ষে, ২০১৭ সাল থেকে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে (এফএও, ২০২২)। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, ২০২১ সালে বিশ্বের তিনজনের মধ্যে প্রায় একজন অর্থাৎ ২৩৭ কোটি মানুষের পর্যাপ্ত খাবারে প্রবেশাধিকার ছিলনা এবং ২০২০ সালে প্রায় ৩.১ বিলিয়ন মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারেনি। এছাড়া তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টির উদ্বেগজনকভাবে অবস্থা আরও চ্যালেঞ্জিং এবং অনিশ্চিত এ প্রেক্ষিত কৃষিখাদ্য ব্যবস্থার ভঙ্গুর এবং অপর্যাপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এটি সামগ্রিক ক্ষুধার সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বৈশ্বিক ক্ষুধার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ২০২২ অক্সফাম প্রতিবেদনে প্রকাশ করে যে, কোভিড-১৯ মহামারী পরিবেশগত অবক্ষয় এবং বৈষম্যের মধ্যে অপুষ্টির শিকার মানুষের জন্য খাদ্য সংকট বড় অন্তরায় হিসেবে যোগ হয়েছে যে পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারী এবং শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই সংগ্রাম করছে। এফএও, ২০২২-এর গবেষণায় বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির পরিস্থিতির চিত্রে প্রতীয়মান হয়, প্রায় ৩১০ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যকর খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্য নেই আবার যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যার ৩০.৪ % অর্থাৎ ২৪০ কোটি মানুষ মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়েছে। ৭৫টি দেশের মানবিক সংস্থাসমূহ ৭৭ তম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে প্রদত্ত চিঠিতে অনুমান করেছে যে প্রতি চার সেকেন্ডে একজন মানুষ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে (অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল, ২২)।

একইসাথে FAO পরিসংখ্যান বলছে যে, গত দুই দশকে (২০০০-২০১৯) প্রধান কৃষি পণ্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১ -এ) খাদ্য অধিকার গুরুত্ব পায়নি যা ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব অর্জনকে অনেক পিছিয়ে দেবে। মূলত মহামারীর শুরু থেকেই খাদ্য সংকট এই পরিস্থিতিতে '৬২ জন নতুন খাদ্য বিলিয়নার' তৈরি করেছে। এই কর্পোরেট গ্রুপগুলো কেবল খাদ্যের বাণিজ্য করে না - তারা কোটি কোটি মানুষকে অনাহারে রেখে ব্যবসা করে (Lighthouse Europe, 2022)।

বৈশ্বিক পরিমন্ডলে প্রত্যেকের পর্যাপ্ত খাবারের চেয়ে বেশি উৎপাদন হয়। সামাজিক কাঠামোতে তথ্য এবং যোগানের অভিগম্যতার অভাবের কারনে মহামারী, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আবার ব্যাপকভাবে লিঙ্গ বৈষম্য কে নির্দেশ করে যা শুধুমাত্র নারীদেরই নয় বরং তাদের শিশুদেরও প্রভাবিত করে (FAO, IFAD 2021)।

উল্লেখ্য যে লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ 'কাউকে পিছনে রেখে নয়', যতক্ষণ পর্যন্ত কাঠামোগত বাধা, বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক মন্দার সমাধান না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে যাবে। এই বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে বৈশ্বিক মহামারীসহ ২০৩০ সালের মধ্যে SDG 2 এর লক্ষ্য ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব অর্জনের জন্য সঠিক গতিপথ চালনা করা এবং পূর্বের অগ্রগতি ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হচ্ছে। যুদ্ধ, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক ধাক্কার কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের পরিস্থিতি জানাতে CFS টেকসই কৃষি এবং খাদ্য ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে।

প্রেক্ষাপট

এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের বৃহৎ জনসংখ্যা রয়েছে যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ৪.৬৮ বিলিয়ন) এবং এর অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ৪২৫) মিলিয়ন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে (দ্য স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০২২, FAO)। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় এই অঞ্চলটি বিশ্বের ৫৪% ক্ষুধার্ত মানুষের আবাসস্থল এবং এর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশি মাঝারি বা চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। যে দশটি চরম ক্ষুধার হটস্পটগুলো রয়েছে তারমধ্যে তিনটি - ইয়েমেন, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া। নতুন ক্ষুধার হটস্পট হিসেবে ভারতও এই অঞ্চলের অন্তর্গত (ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ২০২০)। বৈশ্বিকভাবে বিঘ্নিত সরবরাহ ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, শস্য, সার এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের জনগণ ক্ষুধা এবং মাঝারি ও চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৮.৮ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে অপুষ্টিতে ভুগে মোট জনসংখ্যার ১১.৪%, ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৩৬.৭% মধ্যে রক্ত স্বল্পতা (১ কোটি ৬৮ লাখ) রয়েছে। মাঝারি বা চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার ৫ কোটি ২৩ লাখ মানুষ, দেশের ১২০ মিলিয়নের বেশি মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না (FAO, 2022)। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-২০২২ -এ দেখা যায়, বাংলাদেশ ১২১ টি দেশের মধ্যে ১৯.৬ স্কোর নিয়ে ৮৪ তম অবস্থানে রয়েছে যা মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুধার পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে।

কৃষি খাদ্যব্যবস্থা এবং পরিচালনা

কৃষি-খাদ্যব্যবস্থা একটি সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ব্যবস্থা যেখানে বিস্তৃত পরিসরে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিভিন্ন অংশীজন অন্তর্ভূক্ত থাকে। কৃষি- খাদ্যের এই উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিককে নির্দেশ করে যা খাদ্য, জমি, পানি, পুঁজি, যোগান, প্রযুক্তি, বাজারে ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটের কারণে বেঁচে থাকা এবং ব্যবস্থাগত রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সন্নিবেশিত করে। শিল্পায়ন, সুপারমার্কেটাইজেশন' এবং আর্থিককরণের মতো একাধিক নব্য উদারনীতির কারণে পরিবেশগত সীমাবদ্ধতার সাথে স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থায়, বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা, অপুষ্টি, স্থূলতা বৃদ্ধি এবং কর্পোরেট নেতৃত্বাধীন শিল্প কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০)। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) দ্বারা প্রস্তাবিত নিওলিবারেল মতাদর্শে, বাণিজ্য এবং কৃষি সংক্রান্ত চুক্তির দ্বারা পরিচালিত শিল্প ও কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা ভুমি দূষণ, বন উজাড়ীকরণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, পানির ঘাটতি এই সকল বৈষম্য এবং খাদ্য আমদানি বাড়ায়। বিশ্বব্যাপী মহামারীর কারণে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো (সংশ্লিষ্ট ৩-এ বিশদ বিবরণ) টান্সজেনিক বীজের ব্যবহারকে একচেটিয়া করে এবং চাপিয়ে দেয়। যন্ত্রপাতি ও সার থেকে বাণিজ্য পর্যন্ত সকল পর্যায়ে কৃষি, ব্যবসা এবং উৎপাদনের শিল্প পদ্ধতি থেকে সুবিধা পায়। প্রতি বছর, বহুজাতিক কৃষি ব্যবসার দ্বারা লক্ষ লক্ষ জীবিকা নির্বাহকারী কৃষকদের তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এই বৈশ্বিক শক্তিগুলি টেকসই কৃষি উৎপাদনকে ধ্বংস করে (ETC Group, 2020)| ভূমি ও বনাঞ্চল হ্রাসের সাথে ২০০০-২০২০ সময়কালে বনায়ন এবং মাছ ধরাসহ বিশ্বব্যাপী কৃষিতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ১৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, কৃষি কর্মসংস্থান আনুমানিক ৮০০ মিলিয়ন থেকে প্রায় ৫৯০ মিলিয়নে হ্রাস পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ, (সংশ্লিষ্ট ২-এ বিশদ বিবরণ) ১৯৯৫ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কৃষি কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রবণতা অনুভব করেছে। উপরন্তু, গত দুই দশকে এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র মালিকদের খামারের আকার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে (২ হেক্টরেরও কম)। কয়েক দশক ধরে, অনেক দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ বিশেষ করে, প্রান্তিক কৃষক এবং আদিবাসী মানুষ, এই অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতি হয়ে ভূমিহীন বা সীমিত জমির মালিক বা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত (UN-Habitat,2015)।

জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশগত সংকট, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা, জমি এবং অঞ্চল জুড়ে মরুকরণকে প্রভাবিত করেছে। এটি ভূমি, জল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করে, জীববৈচিত্র্যকে বিপন্ন করে এবং জীবিকা, মানব স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং পার্থিব বাস্তুতন্ত্রে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত বর্তমান ঝুঁকিগুলোকে বাড়িয়ে তোলে। জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা, কীটপতঙ্গ এবং রোগজীবাণু প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। যা কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে (IPCC, 2019)।

খাদ্য অধিকারকে ভিত্তি করে পরিবার-খামার-ভিত্তিক টেকসই কৃষি-খাদ্যব্যবস্থা

পারিবারিক খামারগুলো খাদ্য সার্বভৌমত্বের প্রচার, দারিদ্র্য নিরসন, দলবদ্ধ কার্য বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রদান এবং একই সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক কৃষকরাও কর্পোরেট-নেতৃত্বাধীন খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে ন্যায্য, আরও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা প্রস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক খামার এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলো বৈশ্বিক খাদ্যের প্রায় ৮০% উৎপাদন করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২ হেক্টরের চেয়ে ছোট খামারগুলো বিশ্বের খাদ্যের প্রায় ৩৫% উৎপাদন করে (ETC, 2019)। এগ্রোইকোলজি, একটি পরিবেশগত ধারণা যেখানে কর্পোরেট-নেতৃত্বাধীন কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য এবং ছোট আকারের পারিবারিক চাষ এবং জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কৃষিকে উন্নীত করার সমাধান হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশ্বের মোট কৃষিক্ষেত্রের মাত্র ১.৫% জমি জৈব কৃষির অধীনে রয়েছে যেখানে এশিয়ায় মাত্র ০.৪% জমি (FAO 2022)। প্রচলিত কৃষি এবং শিল্প কৃষির নেতিবাচক সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবে বাহিরের যোগান কমিয়ে দেয় এবং প্রকৃতির সাথে খাদ্য উৎপাদনে উপায় হিসেবে সাহায্য করে (এন্ডারসন, ২০১৯)। এরই মধ্যে FAO 'Scaling up Agroecology' শীর্ষক একটি উদ্যোগ নিয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ এবং টেকসই পারিবারিক কৃষিতে অবদান রাখে। উল্লেখ্য যে, **খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ** নেটওয়ার্ক ২০২৩ সালের ২৬-২৭ জুলাই দুই দিনব্যাপী 'এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার এবং কৃষি খাদ্যব্যবস্থা শীর্ষক সম্মেলন (APRAC)' আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান কৃষি-খাদ্যব্যবস্থাকে আরো ন্যায়সঙ্গত, টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু করে তোলা এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা।

- খাদ্য অধিকার আদায়ের জন্য আইনী ও নীতি কাঠামো বিশ্লেষণ ও কর্মপন্থা নির্ধারণ;
- 'খাদ্য অধিকার'- ইস্যুকে শক্তিশালী করার জন্য কৃষক সংগঠন, অন্যান্য নেটওয়ার্ক, যুব, নারী, একাডেমিয়া, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে বহুবিধ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা;
- সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক অংশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পর্যালোচনা ও করণীয়;
- এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা রূপান্তরে আদিবাসী, ক্ষুদ্র কৃষক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা, অবদান এবং অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি, রক্ষা এবং এগিয়ে নেয়া;
- কৌশলগত টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে 'একক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কৃষি বাস্তুসংস্থানগত কৌশল গ্রহণ করার জন্য কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা এবং এর নীতি কাঠামো বিশ্লেষণ করা;
- টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতে ক্ষুদ্র-পরিবারের কৃষকদের (পুরুষ ও নারী উভয়েই) কণ্ঠস্বর জোরদার করা।

সম্মেলনের প্রত্যাশিত ফলাফল

- এই অঞ্চলে খাদ্য অধিকার বিষয়ভিত্তিক এডভোকেসি কার্যক্রম চিহ্নিত করা;
- কৃষিখাদ্য ব্যাবস্থা এবং এর পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান হুমকি এবং সংকটের মধ্যে নাগরিক সমাজের পক্ষে 'খাদ্য অধিকার দৃষ্টিকোণ' থেকে বিকল্প প্রতিবেদন;
- নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও INPUT প্রদান; সম্মেলনের বিবৃতি তৈরি এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা;
- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নাগরিক সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের সাথে শক্তিশালী সমন্বয়।

সম্মেলনের মুড : মিশ্রিত (ভার্চুয়াল এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক)।

সম্মেলনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আইনী এবং নীতি কাঠামো কেন্দ্রিক খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি পরিস্থিতি;
- খাদ্য অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আইনী ও নীতি কাঠামো;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং খাদ্য নিরাপত্তা;
- খাদ্যের অধিকার আদায়ের জন্য কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা এবং এর রূপান্তর;
- কৃষি খাদ্য ব্যবস্থায় পরিবেশগত সংকট এবং জলবায়ুর প্রভাব;
- কৃষি ভেল্যু চেইনে যুব ও নারীদের অংশগ্রহণ;
- এগ্রো-ইকোলজি/পারমাকালচার/জৈব কৃষির সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ; কৃষি খাদ্য ব্যবস্থার পরিচালনার ভবিষ্যৎ গতিপথ;
- ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদকদের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষির ডিজিটালাইজেশন;
- টেকসই এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষি খাদ্য ব্যবস্থায় পারিবারিক কৃষিকাজ;
- কৃষিখাদ্য ব্যবস্থায় গ্রামীণ ভূমিহীনতা এবং ভূমির মেয়াদের নিরাপত্তাহীনতার প্রভাব;
- জুনোটিক (Zoonotic Diseases) এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল (Antimicrobial Resistance) প্রতিরোধে বাস্তুতন্ত্র নির্ভর 'একক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির' (One Health) বিশেষ গুরুত্ব;
- কৃষির বাস্তুসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের পরিস্থিতি;
- ক্ষুদ্রকৃষক হিসেবে অর্থ এবং বাজার ব্যবস্থায় নারী ও তরুণদের অভিগম্যতা।

Right to Food Bangladesh Secretariat:
22/13 B, Block-B, Khilji Road, Mohammadpur
Dhaka-1207, Bangladesh
Phone : +880258951620, +880248110103, +88028143245

E-mail : info.rtfbd@gmail.com
Web : www.rtfbangladesh.org
FB : RighttoFoodBangladesh